৫০-এর দশকের একটা চেহারা

অখন্ড ভারতবর্ষ ১৯৪৭-এ দ্বিখন্ডিত।বিচ্ছিন্ন হবার যন্ত্রণা নিয়েই দুটি দেশ পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে অবস্থান করে গেছে।১৯৫২-তে যখন পূর্ববাঙলা ভাষা আন্দোলনের বিভৎসতায় বিপন্ন, উত্তাল, তখন স্বাধীন ভারতে দেশভাগের স্মৃতি মানুষকে তাড়া করে ফিরছে। এর থেকে মানুষ মুক্তি পেতে উন্মুখ।'৫০-এর দশক থেকেই যুগযন্ত্রণায় আকীর্ণ একদল কবিকূল যেমন কাব্যরচনায় প্রত্যয়ী অন্যদিকে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তি পাবার উন্মাদনায় অস্থির। বিকল্পভাবনার জগৎ তৈরি করতে বদ্ধপরিকর। কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে একদিকে যেমন আসছে দেশ,প্রেম,দেশপ্রেম, প্রকৃতি,নৈরাশ্য-আশাবাদ ও স্মৃতিকাতরতা, কিন্তু রোমান্টিসিজিমের বিভিন্ন আশ্লেষে।এর কিছু আগে থেকেই সমান্তরালভাবে চলতে থাকে মার্কসীয় দর্শনের অনুশীলন।কবি বিষ্ণু দে-র 'সন্দীপের চর' থেকেই কবিতার অবয়বে গনআন্দোলনের কথা উঠে এসেছে।

স্বাধীনোত্তর আরো চারটে বছর অতিক্রান্ত।স্বাধীনদেশের মানুষের কাছে স্বাধীনতার খবর পৌঁছলেও ,পৌঁছয়নি তাদের খাবার।খাদ্যের জন্য হাহাকার,চালডালের আকাল।কুচবিহার শহরে মিছিলের ঢলে সামনের সারিতে এগোতে থাকা ষোল বছরের কিশোরী লুটিয়ে পরে পুলিশের গুলিতে।ঘটনাটা বিচ্ছিন্ন হলেও ক্ষণস্থায়ী প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে দেশ।কিন্তু ঐ পর্যন্তই,সেই অনাহারক্লিষ্ট কিশোরীর মৃত্যু হারিয়ে যায় সময়ের কালবিক্ষেপে।পরবর্তীকালে ঐ ঘটনাটিই জ্বলন্ত স্মৃতি হয়ে ফিরে আসে কবির চেতনায়।কবিতায় প্রতিবাদের ভাষা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়।সমকালের হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা,দেশব্যাপী মূঢ়তা,উদ্বাস্তু সমস্যা,আধুনিক জীবনের ছন্নছাড়া রূপটি ফুটে উঠল এই ভাবে,-"ও পারে যাব কেমনে "-এ আধুনিক যুগের ছিন্নমূল বহু জাতি,বহু সম্প্রদায়ের বেদনা।

এই গ্রাম

তা হ'লে

উঠে যাবে।।

কবির কবিতায় পৃথিবীর উদ্বাস্তু মনের হতাশা রূপ পেল। “অমৃত যন্ত্রনা”-র মুখবন্ধে সুধীর চক্রবর্তী জানাচ্ছেন,

“খবরের কাগজে দেখছি ও পড়ছি দাঙ্গার বিবরণ আর ছবি। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্থান চলে গেল আমাদের বেশির ভাগ মুসলমান সহপাঠীরা। কেউ কেউ রইল। এসে পড়লেন হাজার হাজার বাস্তুহারা মানুষ.....”

মুখবন্ধের অন্যত্র তিনি জানালেন, “.....সেই মধ্য পঞ্চাশের দশকে আমরা খুব ব্যাপক অর্থে সাহিত্য জীবিত ছিলাম।“

একদল কবির কাছে আবেগটাই ছিল পঞ্চাশের দশকের রাজনীতির প্রধান উপাদান। প্রাধান্য পেয়েছিল এক প্রবল রোমান্টিকতার। যদিও চারপাশের ভাঙ্গন শুরু হয়েছিল ঠিকই। ঐতিহ্যবোধের ভাঙ্গন, শুভবোধের ভাঙ্গন। আর এই ভাঙ্গনই ছিল দেশভাগের প্রত্যক্ষ ফল। আবার এরই পাশাপাশি জেগে উঠেছিল সংগ্রামী ও সংগঠনী মনোবৃত্তি। এই দুই বিরোধি মনোভাবের টানাপোড়েনের মধ্যেই অব্যাহত ছিল বাংলা কাব্য কবিতার ধারা।